৪

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 13 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সমস্যা

মহানগরীর আটটি সরকারী স্কুলে গত বৃহস্পতিবার প্রথম দফা ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুলগুলোতে আসন সংখ্যা ১৫৯০। আর পরীক্ষা দিয়েছে ৪৫০০ ছাত্রছাত্রী। অর্থাৎ প্রতিটি আসনের জন্য তিনজন প্রার্থী রয়েছে। স্বভাবতই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে এক-তৃতীয়াংশ ভর্তি হতে পারবে। দুই-তৃতীয়াংশ বাদ পড়বে। এই অবস্থায় ভর্তি পরীক্ষায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। অভিভাবকরা এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাদের অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে যেন তারা নিজেরাই পরীক্ষা দিচ্ছেন।

মহানগরীর স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা নতুন নয়। দু যুগ ধরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আর যত দিন যাচ্ছে, সমস্যা তীব্রতর হচ্ছে। সমস্যা মোকাবিলার জন্য স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে; অধিকাংশ স্কুলেই দুটো করে শিফট চালু করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভর্তি সংকট মোকাবিলা করা যাচ্ছে না। মূল কারণ জনসংখ্যার চাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থই হচ্ছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি। সুতরাং প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো যাচ্ছে না। এর জন্য যে সঙ্গতি প্রয়োজন তা আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও স্কুলের সংখ্যা কমবেশী বাড়ানো হয়েছে। ডবল শিফট চালু করা হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যাচ্ছে না।

ভর্তি সমস্যার চাপ অবশ্য সরকারী স্কুলে এবং ভালো স্কুল বলে পরিচিত স্কুলেই বেশী। কেননা, সব অভিভাবকই তাদের প্রতিপাল্যদের ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চায়। তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

প্রশ্ন হলো, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যার সামাধান কিভাবে সম্ভব। এখন তো আর কোন স্কুলে ডাবল শিফট চালু করার কথা বলা যাবে না। কেননা, তা তো অনেক আগেই করা হয়েছে। এখন নতুন নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভর্তি সংকট মোকাবিলা করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উভয় দিক দিয়েই উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারী স্কুলের সংখ্যা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি বাড়াতে হবে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যাও। তবে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোকেও ভালো স্কুলে পরিণত করতে হবে। কেননা, ভর্তি সংকট প্রধানত ভালো স্কুলেই।

ঐ স্কুলগুলোতে ভর্তি সমস্যা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট শুক্রবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে সেখানে ২০টি আসনে ভর্তি পরীক্ষার জন্য পাঁচশত ফরম বিক্রি হয়েছে। আর প্রথম শ্রেণীর ২০০টি আসনের জন্য ফর্ম বিক্রি হয়েছে চৌদ্দশত। পাশাপাশি চলছে অভিভাবকদের কাকুতিমিনতি ও তদ্বির।

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আগামীতে প্রতিবছরই ভর্তি সমস্যা থাকবে এবং প্রতিবছরই তা পূর্ববর্তী বছর থেকে তীব্রতর হবে। সুতরাং স্কুল পর্যায়ে ভর্তি সংকট মোকাবিলার জন্য একটি স্থায়ী সমাধান প্রয়োজন। আমরা মনে করি যে, প্রতিবছর যে সংখ্যক নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে তা বিবেচনায় এনে স্কুল সংখ্যা, বিশেষ করে, ভালো স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা উচিত।